আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
বুড়িরহাট, রংপুর

প্রতিষ্ঠাকালঃ

১৯০৮ : তামাক গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।পরবর্তীতে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
৮ই ডিসেম্বর, ২০১৪ : আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভোগলিক অবস্থান এবং জলবায়ুঃ

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি রংপুর বিভাগীয় হতে ১২ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	: A E Z - ৩ (তিস্তা প্লাবন সমতল ভূমির অন্তর্গত)
মোট জমির পরিমাণ	: ২০.২৮ হেক্টর
ভৌগলিক অবস্থা	: অক্ষাংশ- ২৫.৩৩° N দ্রাঘিমাংশ - ৮৭.১° E
সমুদ্র পৃষ্ট হতে উচ্চতা	: ৩২.২ মিটার
মাটির বুনট	: বেলে থেকে দোআঁশ প্রকৃতির
মাটির P H	: ৫.৫-৬.৫ (প্রায়)
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	: ২১৬৯ মি. মি.
মাসিক গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	: ১৫° C
মাসিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	: ৩১° C

জনবল

পদবী	সংখ্যা
বিজ্ঞানী-	১২
বৈজ্ঞানিক সহকারী-	১০
অফিস স্ট্যাফ -	১৭
নিয়মিত শ্রমিক -	৪৩
অনিয়মিত শ্রমিক-	২৭
মৌসুমি শ্রমিক -	১৩

কার্যক্রমঃ

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত ফসলসমূহের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, মূল্যায়ন, সংক্ষরণ ও জাত উদ্ভাবন।
- তৈলবীজ, ডাল, ভুট্টা, কাউন, চিনা, কন্দাল ফসল, ফল ও সবজি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- বিভিন্ন ফসলের রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন এবং কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের মাত্রা নিরূপন।
- চরাঞ্চলে চাষ উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ দিবস, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- ফসল উৎপাদনকালীন সময়ে উদ্ভুত সমস্যার ভিত্তিতে তাৎক্ষনিকভাবে কৃষকের মাঠ পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান।
- বৃহত্তম রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- বিভিন্ন ফসল এবং ফলের চারা ও বীজ উৎপাদন ও বিতরণ।
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী ও এনজিও কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অত্র অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি বিষয়ক ও সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে সমন্বয় সাধন।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং কর্মস্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিষয়ে মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে আলোচনা।

এ অঞ্চলের ভবিষৎ চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- বৃহত্তম রংপুর অঞ্চলের চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা।
- প্রান্তিক খরা (T e r mi n a l d r o u g h t) ও তীব্র শীত।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন পোকা ও রোগের প্রাদুর্ভাব।
- উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং সঠিক বিপনন চ্যানেল ও ভ্যালু চেইন সনাক্তকরণ।
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাওয়া।
- জমির উর্বরতা হ্রাস ও তীব্র অম্লীয় মাটি।
- বিভিন্ন ফসলের মান সম্মত বীজ উৎপাদনে প্রযুক্তির অভাব।

- অপ্রচলিত ফসলের জাত সংরক্ষণ।

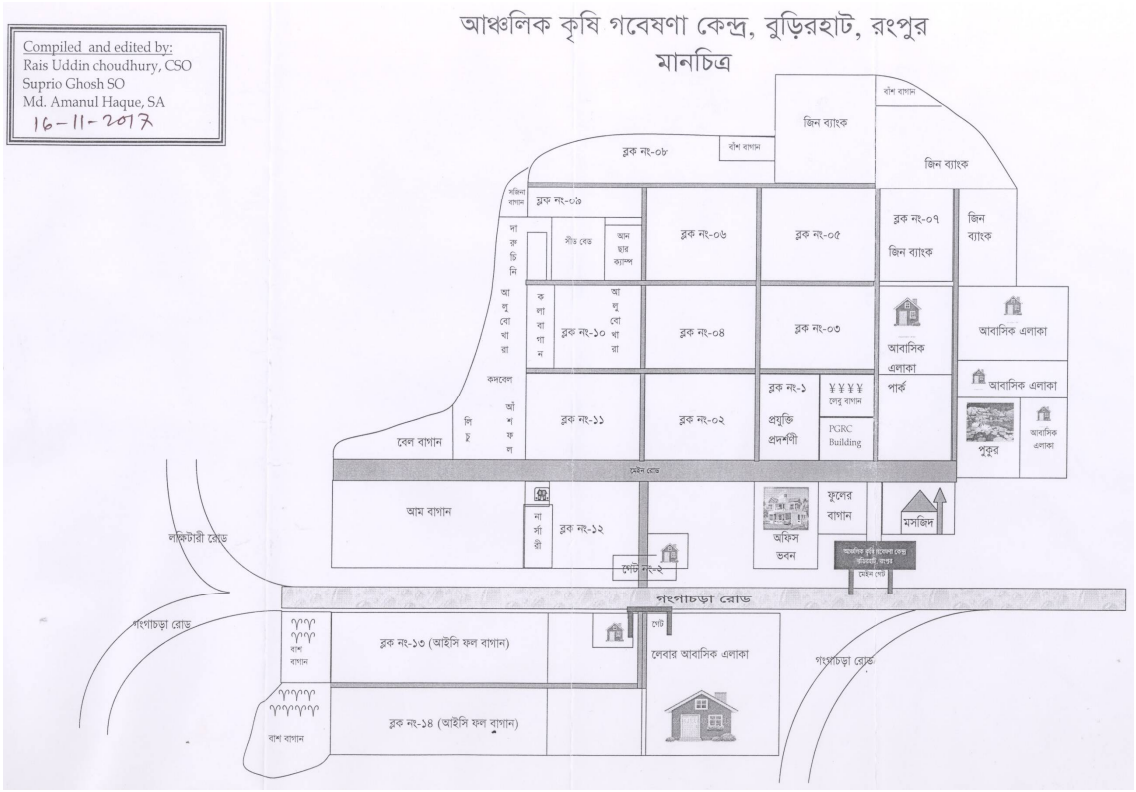

Contact:

Dr. Ashish Kumar Saha
Chief Scientific Officer (A C)
Phone: 0521-63519
Mobile: 01712-142637
E-mail: cso.burir@bari.gov.bd
arsinchargeburirhat@gmail.com